Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বে সবরের কুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোমানা আফরোজ

রোলঃ 227020491

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বে সবরের কুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোমানা আফরোজ

রোলঃ 227020491

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ বে সবরের কুফল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোমানা আফরোজ, আইডিঃ 227020491 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বে সবরের কুফল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রোমানা আফরোজ

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

রোমানা আফরোজ

আইডিঃ 227020491

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা...6

সবর ও বে-সবরের পরিচয় 7

সবরের আদেশ ও বে-সবরের নিষেধ..8

বে-সবর হওয়া ঈমানের পরিপন্থী 9

সবর ও বে-সবরের প্রকারভেদ...9

১. আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ওপর সবর...10

২. শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার ওপর সবর..............................12

বে-সবর আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ 13

সবরের প্রয়োজনীয়তা...14

বে সবর বান্দার অবস্থা..15

সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ..16

সবরের আদব...19

বেসবরের পরিনাম 20

রে সবর বান্দার জন্য সবরের সহায়ক নির্দেশনা..21

সবরের পুরস্কার 26

ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদান..27

অগণিত পুরস্কার..28

নেতৃত্ব প্রদান...28

বিপদাপদে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান.. 29

শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ 29

আল্লাহর রহমত ও হিদায়ত প্রদান.. 29

আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রশংসা জ্ঞাপন 30

শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ..30

জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ 31

রাসুল (সাঃ) ও তার পুর্ববর্তী নবী-রাসুলগনের সবর....................32
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ধৈর্য্য....................32
হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ধৈর্য্য....................33
হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ধৈর্য্য....................33
ধৈর্যের পাহাড় হযরত ইব্রাহীম (আ.)....................33
হজঃ সবরের পাঠশালা....................34
যে সকল ক্ষেত্রে সবর করা যাবে না....................35
মুস্তাহাব ধৈর্যের উদাহরণ....................35
মাকরুহ ধৈর্যের উদাহরণ....................36
হারাম ধৈর্যের উদাহরণ....................36
মুবাহ ধৈর্যের উদাহরণ....................36
বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার....................36
নিয়ামতের পরীক্ষায় বে-সবর না হওয়া....................37
মৃতব্যাক্তির জন্য ক্রন্দনে বে সবর সম্পর্কিত হাদিস....................38
অসুস্থতায় বে-সবর না হওয়া সম্পর্কীত হাদীস....................39
বে-সবর কবিরা গুনাহ.................... 40
উপসংহার....................41
তথ্য সূত্র....................43

ভূমিকা

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবর বা ধৈর্যকে মুমিনের দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তির মাধ্যম বানিয়েছেন । সুখ-দুঃখের আবর্তে ঘূর্ণায়মান মানুষের জীবন । সমস্যা ও সংকটের ক্ষেত্রে মুমিন ও সাধারন মানুষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায় । সাধারন মানুষ জীবনের কষ্টের আঁধারে নিজের উপর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলে । হতাশ হয়ে পড়ে অথবা অতি সচ্ছলতায় স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে উঠে । অথচ মুমিন বান্দা চরম সংকটের মধ্যে থাকলেও দিক হারা হয় না । তারা সংকটে ধৈর্য ধারন করে এবং সচ্ছলতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে । ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সমন্বয়ে ভারসাম্যপুর্ণ জীবন পরিচালনা করে । তার চিন্তা, আচরন ও কার্যকলাপে ভারসাম্য বজায় থাকে । তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ মনে হয় কারন তারা জানে ধৈর্যের বিনিময়ে আখিরাতে তাদের পুরস্কৃত করা হবে । কুরআনে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন-

قُلۡ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٞۗ وَأَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُو نَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ

“হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসেবে ।”- সুরা আয-যুমার

অন্যদিকে সাধারন মানুষের ধর্মীয় জ্ঞান্ না থাকার কারনে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে বে-সবর হয়ে যায় । সমস্যা থেকে উত্তরনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা, চেষ্টা, সাধনা না করে হতাশ হয়ে পড়ে । বে-সবর বান্দা ভাবেনা যে, দুনিয়ার এই দুঃখ-কষ্ট তার জন্য পরীক্ষা স্বরুপ, মহান আল্লাহতায়ালা তাকে পরীক্ষা করে দেখেন যে তার সবর আছে কিনা । অথচ সে তা বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে ঈমান ও আমলের ব্যপক ক্ষতি করে আখিরাতের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয় ।

সবর ও বে-সবরের পরিচয়

আরবি صبر শব্দের বাংলা ধৈর্য্য । সবর এর আভিধানিক অর্থ 'বিরত রাখা' , 'আটকে রাখা' , 'স্থিরতা' ইত্যাদি । জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে অধৈর্য্য হওয়া থেকে নিজেকে আটকে রাখা , বিরক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজের জবানকে অভিযোগ করা থেকে বিরত রাখা , বিপদের সময় নিজেকে মহান আল্লাহতায়ালার ফয়সালার উপর স্থির রাখা এমনও অসংখ্য উদাহরন দিয়ে সবর এর গুনটি প্রকাশ করা যায় । অন্যদিকে , সবর এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় বে-সবর । অসন্তুষ্টি , অস্থিরতা , অভিযোগ প্রবনতা , আত্মনিয়ন্ত্রনহীনতা ইত্যাদি বে-সবর এর সর্বোতকৃষ্ট উদাহরন ।

দুনিয়ার দুঃখ, কষ্ট দৃশ্যত কষ্টদায়ক হলেও পশ্বাতে তার মধ্যেও কল্যাণ নিহীত থাকতে পারে । তাই বান্দার কর্তব্য মহান আল্লাহতায়ালার সুপ্রসস্ত রহমতের উপর আস্থাবান থাকা ।

মহান আল্লাহতায়ালা কুরআন পাকে বলেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ
تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ
اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, "তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা
জান না [সুরা বাকারাঃ ২১৬ আল-বায়ান]

সবরের আদেশ ও বে-সবরের নিষেধ

মুমিন প্রিয় বান্দাকে প্রেমময় আল্লাহ ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেছেন।
পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ইমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো এবং কাফেরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" [সুরা আল-ইমরানঃ ২০০]

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"ধৈর্যের সাথে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।" [সুরা বাকারাঃ ৪৫]

মুমিনকে মহান আল্লাহতায়ালা অধৈর্য হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ও ইরশাদ করেন-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ

"আপনি সবর করুন–যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন, আপনি তাদের বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না ।" [সুরা আহকাফঃ ৩৫]

জিহাদের ময়দানে কাফিরদের সামনাসামনি হওয়ার সময়েও ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأنبار

"হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সামনাসামনি হবে বিশাল বাহিনি নিয়ে, তখন তোমরা পিছ-পা হবে না ।" [সুরা আনফালঃ ১৫]

আল্লাহ দুর্ভাবনা ও চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

"তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো না, ব্যথিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।" [সুরা আল-ইমরানঃ ১৩৯]

শরয়ীভাবে ধৈর্য কয়েক প্রকার হতে পারে: এক. ওয়াজিব, দুই. মুস্তাহাব, তিন. মাকরুহ, চার. হারাম, পাঁচ. মুবাহ। আবার কখনো-কখনো সব কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা মুমিনের জন্য আবশ্যকীয় নয় ।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ الصابرين

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ কর যতটুকু অন্যায় তোমাদের উপর করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য অবশ্যই তা উত্তম" ।
[সূরা আন নামল; আয়াত ১২৬]

বে-সবর হওয়া ঈমানের পরিপন্থী

বে সবর হওয়া ঈমানের পরিপন্থী কারন সবরের উপর ঈমান আনা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। সবর দ্বারা বান্দা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা শিখে যায় অর্থাৎ অনবরত সবর তাকে আল্লাহর উপর ভরসা করার অনুপ্রেরনা দেয় । সবর কে ঈমানের অর্ধেক বলা হয় । হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঈমানের সাথে সবরের সম্পর্ক এমন , যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক । অর্থাৎ মাথা ছাড়া যেমন দেহ কল্পনা করা যায়না, অনুরূপ যার মধ্যে সবর নাই তার যেন ঈমান নাই। রাসূল (সাঃ) বলেছেন- " ঈমানদারের বিষয় নিয়ে আমি খুব আশ্চার্য বোধ করি । তাঁর সকল কাজেই আছে কল্যাণ । ঈমানদার ছাড়া অন্য কোন মানুষের এ সৌভাগ্য নাই। তার যদি আনন্দ বা সুখকর কোন বিষয় অর্জিত হয় , তাহলে সে আল্লাহর শোকর আদায় করবে, ফলে তার কল্যাণ হবে। আর যদি কোন বিপদ-মুসীবত স্পর্শ করে তাহলে সে ধৈর্যধারণ করবে , এতে ও তার কল্যান অর্জিত হবে। (সহীহ মুসলিম: ২৯৯৯)
বিপদের সময় মুমিন বান্দার ঈমান স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় । সে বিপদের সময় প্রচুর দোয়া করবে । কবুলের কোন লক্ষন দেখা না গেলেও তার আশা ও প্রত্যাশার মাঝে পরিবর্তন হয় না ।
সে মনে করে আল্লাহতায়ালা এর মাধ্যমে তার থেকে সবর ও ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন । কারণ মহান আল্লাহতায়ালা অনুগত হৃদয় থেকে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ দেখতে চান ; যাতে বান্দার সবরের অবস্থা পর্যবেক্ষন করতে পারেন এবং বান্দার দোয়া ও আশ্রয় ভিক্ষা করার অবস্থা দেখতে পারেন , অর্থাৎ বান্দার কাজ দোয়া করে যাওয়া এবং এটাই ঈমানের দাবী । বেসবর হওয়া ঈমান বিরোধী ।

সবর ও বে-সবরের প্রকারভেদ

ইসলামী শরয়ীমতে মানুষকে তিনটি বিষয়ে সবর করতে বলা হয়েছে-
১. আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ওপর সবর ।
২. শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার ওপর সবর ।
৩. বিপদাপদে সবর ।

১. আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ওপর সবর

আল্লাহর আনুগত্যের ওপর সবর হচ্ছে আল্লাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেয়া , শিরক থেকে বেঁচে থাকা, কবিরা গুণাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা । এ কাজগুলো করার ক্ষেত্রে যদি বিপদ আসে তার মোকাবেলায় ধৈর্যধারণ করা। যেমন কুরআনে এসেছে-

إِنَّهُ مَن يُشرك بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الحلة ومأواه النار .

অর্থাৎ, নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন । [সূরা মায়েদা ৭২]

আবার কারো মতে, আল্লাহর আনুগত্যের ওপর সবর হচ্ছে নিজের অন্তরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা । ইবনে কিয়াম বলেন- ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়া অর্জন হয় না যতক্ষণ না সবরের ওপর অটল থাকা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّهُ مَنْ يَتَّنِ ويُصيرُ فَإِن الله لا يُضيع أجر المحسين .

অর্থাৎ, নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (সূরা ইউসুফ :৯০)

ফরজ ইবাদতসমূহের ওপর সবর হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করা বিশেষ করে ফরয নামাজের ক্ষেত্রে । ঘুমের আনন্দ, সুখময় স্বপ্ন ও অলসতা পরিহার করে নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা ।

যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করলাম সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন সময়মতো নামায আদায় করা । আমি জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা । আমি জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা । পাছে তিনি বিরক্ত হন এ ভেবে আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত রইলাম। (সহীহ মুসলিম: ১৫৪)

এদিকসমূহ বিবেচনা করে ফরয ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সবরকে তিনটি অবস্থায় ভাগ করা যায়:

১. ইবাদতের পূর্বেঃ ইবাদতের পূর্বে সবর হচ্ছে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা, একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা, দোষ-ত্রুটি ও আত্ম-প্রদর্শন থেকে বেঁচে থাকা ।

২. ইবাদতের মধ্যেঃ ইবাদতের মধ্যে সবর হচ্ছে ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গাফলতি না করা এবং সুন্নত ও আদব রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অলসতা না করা । সঠিক ও পরিশুদ্ধ ভাবে ইবাদত পালনের চেষ্টা করা ।

৩. ইবাদতের পরেঃ ইবাদত পরবর্তী সবর হচ্ছে প্রদর্শনেচ্ছা থেকে নিজের অন্তরকে হিফাযত করা । অহংকার থেকে নিজেকে বিরত রাখা । খ্যাতি, সুনাম, রিয়া বা লোক

দেখানো ইবাদত থেকে নিজেকে বিরত রাখা । কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দিনের দু-প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

* وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .

অর্থাৎ, আর তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালোকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। তুমি সবর কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইহসানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। (সূরা হুদ ১১৪-১১৫)

রোযা পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন-

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থাৎ, অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (সূরা বাক্বারা: ১৮৭)

হজ্জ পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন-

الْحَج أَشْهُرٌ معْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا ۚ جدَالَ فِي الْحَجِّ .

অর্থাৎ, হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ্জ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপকাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। (সূরা বাক্বারা : ১৯৭)

সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূল (সা.) এর অনুসৃত পদ্ধতিতে ধৈর্যসহকারে ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করাই হচ্ছে মূলত আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ওপর সবর।

২. শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার ওপর সবর

অন্যায় ও মন্দকাজ, যিনা-ব্যভিচার, যুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ও শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজের নফসকে বিরত রাখা । কেননা নফসের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে মন্দ ও খারাপের দিকে আহ্বান করে ।

যেমন কুরআনে এসেছে-

. أرأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

অর্থাৎ, তুমি কি তাকে দেখনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? (সূরা ফুরকান: ৪৩)

রাসূল (সা.) সবর্দা দোয়া করার সময় বলতেন-

اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاء

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমি অসৎকাজ, অসৎচরিত্র এবং অসৎ দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

তাই নিজের অন্তরের কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বস্তু থেকে বিরত থাকাই এ প্রকার সবরের মূল উদ্দেশ্য ।

৩. বিপদাপদে সবর

রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত ইত্যাদি মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যাদের ওপর এগুলো পতিত হয়নি। আর মানুষকে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। বিপদ- মুসিবতে পড়লেই সে ঘাবড়ে যায়। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে-

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। (সূরা আম্বিয়া : ৩৭)

إِن الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا • إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

.অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির করে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। (সূরা মাআরিজ : ১৯-২০)

আর যখনই মানুষ বিপদে পড়বে তা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সবর বা ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা, দুঃখ-কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই এ প্রকার সবরের দাবি। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন-

. انما الصبر هذا أول صدمة أو عند أول الصدمة

বিপদের প্রথম অবস্থায় ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে, প্রকৃত ধৈর্যধারণ ।

এই প্রসঙ্গে লোকমান (আ.) তার পুত্রকে চমৎকারভাবে উপদেশ দিয়েছেন যা কুরআন এভাবে বর্ণনা করছে-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَالهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ

. إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অর্থাৎ, 'হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও. অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর । নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ' ।

(সূরা লুকমানঃ ১৭)

বে-সবর আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ

সবর আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ । ইসলাম ধর্মে সবরকে ' আখলাকে হাসানা ' তথা উত্তম চরিত্রের বিশেষ গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সবর ধারন করতে বলেছেন এবং বে-সবর হতে নিষেধ করেছেন । একজন সবর ধারণকারী শত কষ্টের মাঝেও ক্ষোভ, হতাশা বা বিরক্তি প্রকাশ না করে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রন করে নিজ লক্ষ্যে স্থির থাকার প্রানপন চেষ্টা করে এবং আল্লাহর কাছে বার বার দোয়া করার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চায় । আল্লাহর ফয়সালা তার মনমতো না হলেও সে তাকদীর হিসাবে মেনে নেয় । ফলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সমর্থ হয় ।
অন্যদিকে একজন বে-সবরকারক বিপদের সময় হতাশ হয়ে পড়ে, নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না । তার কথা ও কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন । অথচ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন মুমিনের জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিপদে সবরকারীদের আল্লাহ তায়ালা রহমত, অনুগ্রহ ও উত্তম পুরস্কার দান করবেন ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ ؕ اُولٰٓئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ۟ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

(সুরা সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭)

অর্থাৎ, , আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (অনুবাদঃ আল-বায়ান)

সবরের প্রয়োজনীয়তা

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুমিনের সবরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । তাকদীরে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি রোকনের একটি রোকন । তাকদীরে বিশ্বাসীর জন্য দুঃখ-মুসীবতে ধৈর্য্যধারণ করা সহজ হয়ে যায় ।

মুমিন বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করবেন এটা অবধারিত, মানুষের জীবনে সুখ এবং দুঃখের সমাগম হবেই । সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত, যার পরিবর্তন ঘটবে না এবং বান্দার ব্যাপারে তাঁর যে ফয়সালা চুড়ান্ত হয়ে গেছে, তার পরিবর্তন আসবে না। বান্দা জানে না যে কার কোন ফরসালা চূড়ান্ত এবং কোন ফয়সালা ঝুলন্ত ।

তাকদীর দুই রকম এর হয়ে থাকে । একটি ‘ তাকদীরে মুররাম ’এবং অন্যটি ‘ তাকদীরে মুআল্লাক ’ । ‘ তাকদীরে মুররাম ' হচ্ছে চূড়ান্ত তাকদীর, যা নেক আমল , দোয়া , চেষ্টা-তদবীর দ্বারাও পরিবর্তন হয় না আর তাকদীরে মুআল্লাক হচ্ছে ঝুলন্ত তাকদীর । যা নেক আমল, দোয়া, চেষ্টা তদবীর দ্বারা পরিবর্তন হয় ।

বান্দা জানে না তার কোন বিষয়টি তাকদীরে মুবরাম এবং কোন বিষয়টি তাকদীরে মুআল্লাক । কারন একেক জনের একেকটি বিষয় চুড়ান্ত এবং একেকটি বিষয় ঝুলন্ত তাকদীর থাকে, বান্দার কাজ হচ্ছে সবর করার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়া করে যাওয়া , অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ন্যায়সঙ্গত চেষ্টা করে যাওয়া , দোয়া ও চেষ্টা গ্রহনযোগ্য হওয়ার জন্য নেক আমল করা , আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া । পরিবর্তনীয় তাকদীর হয়ে থাকলে আল্লাহতায়ালা অবস্থার পরিবর্তন করবেন দুনিয়াতেই , কখনো সাথে সাথে কখনো বা দেরীতে । আর অপরিবর্তনীয় তাকদীর হয়ে থাকলে আল্লাহ তার বান্দার সবর এবং দোয়া , চেষ্টার পুরস্কার আখিরাতের জন্য রাখবেন । আখিরাতে তিনি তার বান্দাকে অপরিমিত প্রতিদান দান করবেন । ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন –" ঈমানদারদের জীবন ক্রমাগত বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করানো হয় তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ করার জন্য এবং পাপ মোচন করার জন্য । কারন ঈমানদার তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ কেবল রবের সন্তুষ্টির জন্য করেন । তাই জীবনে সহ্য করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরস্কার দেয়া রবের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায় । "

[মাজমু'উল ফাতওয়া : ১৮/২৯১]পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ

অর্থ: হে মুমিনগণ ! ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো , নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন [সুরা বাকারা: ১৫৩]

বে সবর বান্দার অবস্থা

মানুষের পার্থিব জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে পরিবর্তন , কখনো সুখ , কখনো দুঃখ-দুর্দশা , কখনো প্রিয় বস্তু দূরে হারিয়ে প্রাপ্তি ঘটে অপ্রিয় বস্তু । আবার কখনোবা অপ্রিয় বস্তু হারিয়ে পায় প্রিয় বস্তু । মানুষের উপর যখন খারাপ অবস্থা আসে তখন তার মধ্যে সঞ্চার হয় দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা । যে কোন বিপদের সময় বে-সবর বান্দা যারা ,তাদের মধ্যে দেখা দেয় অস্থিরতা ও অসন্তোষ । তারা মনে করে দুনিয়াকে শুধু আরাম-আয়েশের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে । ফলে নতুন নতুন বিপদের সমাগম ও ক্রমাগত বিপর্যয়ের করাঘাতে হতাশ হয়ে পড়ে । দোয়া ও সাহায্য না করে প্রার্থনা না করে বরং অভিযোগ করতে থাকে যে, কেন আমার সাথে এমন হলো ? যা সবরের পরিপন্থী ।

অনেকে বিপদ আপদ অথবা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলে মনে করে এটি কেবলি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ । পাশাপাশি যখন সুখে থাকে তখনও বে-সবর হয়ে পড়ে । আল্লাহ প্রদত্ত সচ্ছলতার নিয়ামাতকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা, ফরজ ও নফল দান-সদকা করা , নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার সৌভাগ্য ও তাদের হয়না । তারা বুঝতে পারেনা সফলতার নিয়ামাতও মানুষের জন্য সবরের পরীক্ষা । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেন-

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, ‘‘আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে; তাঁদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে । "

(সুরা কাহফঃ আল্লাহতায়ালা আরো বলেন,

وَ قَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

অর্থাৎ ‘‘আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভালো ও মন্দের মাধ্যমে, যাতে তারা ফিরে আসে।

(সুরা আরাফ: ১৬৮)

সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ

সবর বা ধৈর্য পালনের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মানুষকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । তা নিম্নরূপ:

১. তাড়াহুড়া করা

তাড়াহুড়া বা ত্বরা প্রবণতা এটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য । সে দ্রুত কোনো কিছু পেতে চায় এবং সময়ের পূর্বেই সে আশা করে । এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

خلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَمَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُون .

অর্থাৎ, "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না । "

(সূরা আম্বিয়া : ৩৭)

এখানে تَسْتَعْجِلُوْنِ শব্দটি ব্যবহারিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের পক্ষে সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়াটা কঠিন ।

যেমনি ভাবে কুরআনে এসেছে-

وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولً .

অর্থাৎ, আর মানুষ অকল্যাণের দু'আ করে, যেমন তার দু'আ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ। (সূরা বনি ইসরাঈল : ১১)

এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাড়াহুড়া না করে ধৈর্যধারণ করার জন্য ।

যেমন বলা হচ্ছে-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا
إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ .

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে। (সূরা আহকাফ: ৩৫)

আর তাড়াহুড়া করাটা মুমিনদের গুণাবলি নয় । কেননা তাড়াহুড়াটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে । যেমনিভাবে তাড়াহুড়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে কিয়াম বলেন- তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে । আর সে এর মাধ্যমে বান্দার মধ্যে চঞ্চলতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

২. রাগান্বিত হওয়া

সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাগান্বিত হওয়া বা রুক্ষ স্বভাবের হওয়া । প্রতিশোধপরায়ণ স্বভাবের হয়ে থাকা । বিশেষ করে যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয় তাদেরকে অবশ্যই এগুলোকে পরিহার করতে হবে । তারা হবে শান্ত ও নম্র স্বভাবের । যেমনিভাবে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

والَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ .

অর্থাৎ, আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শুয়ারা : ৩৭)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

অর্থাৎ, যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

ক্রোধ বা রাগান্বিত হওয়া এটা ধৈর্যের পরিপন্থী/বিপরীত একটি কাজ। তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্রোধ/ রাগান্বিত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে । রাসূল (সা.) বলেছেন-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, “ প্রকৃত বীর সে নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় । বরং আসল বীর হলো সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।” (বুখারী ও মুসলিম) (বুখারী : ৬১১৪)

৩. হতাশ বা নিরাশ হওয়া

হতাশ বা নিরাশ হওয়া সবরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা হতাশার দ্বারা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভে যায় । বান্দা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরে যায় এবং অলসতা তাকে ঘিরে ধরে । যার ফলে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যায় । এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে হতাশ ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন । যেমন আল্লাহ বলেছেন-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ .

অর্থাৎ, আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

অন্য আয়াতে ইয়াকুব (আ.) তার সন্তানদের বলেছেন-

بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ
لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ .

অর্থাৎ, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও । আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না । কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না' । (সূরা ইউসুফ : ৮৭)
তাই ধৈর্যশীলদের উচিত হচ্ছে হতাশ না হওয়া । বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পথ চলা ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা ।

৪. সংকীর্ণতা ও বিষণ্ণতা

সংকীর্ণতা ও বিষণ্ণতা সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম । কেননা সংকীর্ণতা ও বিষণ্ণতা ধৈর্যধারণে বাধা প্রদান করে থাকে যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে বলেছেন-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ .

অর্থাৎ, আর তুমি সবর কর । তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই । তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না । (সূরা নাহল : ১২৯)
অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

فَلَعَلَكَ تَارِك بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَر أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ .

অর্থাৎ, তাহলে সম্ভবত তুমি তোমার ওপর অবতীর্ণ ওহীর কিছু বিষয় ছেড়ে দেবে এবং তোমার বুক সঙ্কুচিত হবে এ কারণে যে, তারা বলে, 'কেন তার ওপর ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ হয়নি কিংবা তার সাথে ফেরেশতা আসেনি? তুমি তো শুধু সতর্ককারী আর আল্লাহ সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক । (সূরা হুদ)
আল্লাহ আরও বলেন-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, তারা মুমিন হবে না বলে হয়তো তুমি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে । (সূরা শূরা: ৩)

সবরের আদব

সবরের একটি আদব হলো, বিপদের শুরুলগ্নেই সবর করা এবং দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সাথে সাথেই ধৈর্যধারণ করা । রাসুল (সাঃ) বলেছেন-

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولى

'সবর মুসিবতের প্রাথমিক অবস্থাতেই অবলম্বন করতে হয় ।'

(সহিহুল বুখারিঃ ১২৮৩)

আরেকটি আদব হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসংযত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা, তবে ক্রন্দন করা বৈধ ।

জনৈক দার্শনিক বলেন, ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে আনে না, তবে শত্রুকে আনন্দিত করে । '

নিঃশব্দে কোনো নিষিদ্ধ বাক্যব্যয় ব্যতীত ক্রন্দন করা এবং চিন্তা করা সবর ও রিজার পরিপন্থী নয় ।

আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব (আঃ) -এর ঘটনা বর্ণনায় বলেন-

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

"আর তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকাবেগবশত, যদিও তিনি সংবরণকারী ছিলেন ।"
সুরা ইউসুফঃ ৮৪)

কাতাদাহ (আঃ) বলেন, তিনি পেরেশানির ব্যাপারে সংবরণকারী ছিলেন । ফলে ভালো বৈ কোনো কথা তিনি বলেননি । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ইয়াকুব (আঃ) বলেছেন-

قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَ حُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

সে বলল, 'আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি । আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না' (সুরা ইউসুফ আয়াত ৮৬)

বেসবরের পরিনাম

তাক্বদীরে বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম রুকন । মুসীবতে পড়ে বান্দা যখন সবর করতে পারেনা, বে সবর হয়ে পড়ে তখন তা ঈমানী দুর্বলতার পরিচয় বহন করে । আল্লাহ তায়ালা যে কোন বিপদের সময় সবরকারীকে অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা , অভিযোগ-অনুযোগ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন । আবার আল্লাহ কোন নেয়ামত দান করলে তার হক আদায় এবং শুকরিইয়া , কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাও কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন-

اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ اِلَّا فِیۡ کِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِکَ
عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ لِّکَیۡلَا تَاۡسَوۡا عَلٰی مَا فَاتَکُمۡ وَ لَا تَفۡرَحُوۡا بِمَاۤ اٰتٰىکُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٍ
فَخُوۡرِ

যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা হাদীদ: ২২,২৩]

বালা মুসিবতে সবর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বান্দার পাপ রাশি ঝরিয়ে দেন এবং কখনো বা মর্যদা বৃদ্ধি করেন । এমনকি অনেক সময় বিপদ মুসীবতে সবরের মাধ্যমে ততটুকু সফলতা অর্জিত হয় যা নেককাজের দ্বারা ও হয় না।

রাসূল সা. বলেছেন,

“মুমিনের কষ্ট ক্লেশ, চিন্তা - হতাশা ও দুঃখ-বেদনা যা-ই পৌঁছে, এমনকি শরীরে যে কাঁটা বিধে, আল্লাহ তায়ালা এর উসীলায় তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।" [সহীহ বুখারী: ৫২১০]

বেসবর বান্দার মনে রাখা প্রয়োজন, অস্থিরতা হারানো জিনিস ফিরিয়ে দিতে পারেনা , বরং তা সবরের পরিবেশ নষ্ট করে এবং সবরের ফজীলতকে নস্যাৎ করে দেয় । জনৈক বিদ্বান বলেছেন- "জ্ঞানী ব্যক্তি মুসীবতের সময় যে কাজ করে আহমকরা তা হারিয়ে করে । হযরত আলী (রা.) বলেন - "যদি তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর তাহলেও তোমার উপর তাক্বদীর বর্তাবে, তবে তা এমতাবস্থায় যে তুমি নেকী লাভ করবে । আর যদি ধৈর্য্যহারাও তাহলে তোমার উপর তাক্বদীর বর্তাবে, তবে তা এমতাবস্থায় যে, তুমি গুনাহগার হবে ।

রে সবর বান্দার জন্য সবরের সহায়ক নির্দেশনা

এক. যে কোন পরিস্থিতি মেনে নেয়ার মানসিকতা লালন করা ।

দুই. আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং দু'আপড়া ।

তিন. অধিক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ।

চার. বালা-মুসীবতকে পুনঃপুনঃ স্মরণ থেকে বিরত থাকা ।

পাঁচ, বিপদাক্রান্ত অবস্থায় নিঃসঙ্গতা বর্জন করা ।

ছয়. বিপদ-মুসীবত কে পুন্যবান হওয়ার এই আলামত মনে করা ।

এক. যে কোন পরিস্থিতি মেনে নেয়ার মানসিকতা লালন করা প্রত্যেকের কর্তব্য, পূর্ব থেকেই মুসীবত বরদাশত করার মত মনমানসিকতা তৈরী করা। কারণ, ধৈর্য কষ্টসাধ্য জিনিস, যার জন্য পূর্বপরিকল্পনা অপরিহার্য।

স্মর্তব্য যে, দুনিয়া ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। এতে কারো জন্যই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু ক্ষয়িষ্ণু এক মেয়াদ ও সীমিত সামর্থ। এ জন্য এর মায়া-মমতায় অধিক জড়ানো অনুচিত। এ সম্পর্কে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "পার্থিব জীবন ঐ পথিকের ন্যায়, যে গ্রীষ্মে রৌদ্রোজ্জ্বল তাপদগ্ধ দিনে যাত্রা আরম্ভ করল, অতঃপর দিনের ক্লান্তিময় কিছু সময় একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিল, এর ক্ষণিক পরেই তা ত্যাগ করে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করল।" (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৪৪)

দুই. আল্লাহর ফয়সালার ওপরও সন্তুষ্ট থাকা এবং দু'আ পড়া ঈমানের দাবী হচ্ছে-রিজা বিল-ক্বাজা অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রদত্ত তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা যার জন্য যখন যে অবস্থার ফয়সালা করেন, তার তখন সেটা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়াই ঈমানের পরিচায়ক। এভাবে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, তাকদীর অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয়, পক্ষান্তরে দুনিয়া সংকটময় ও পরিবর্তনশীল, তার আত্মা যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং তাকদীরের যে কোন অবস্থায় সে অবিচল থাকবে। এতে তার কাছে দুনিয়ার উত্থান-পতন ও সুখ-দুঃখ স্বাভাবিক ও সাধারণ মনে হবে।

আমরা দেখতে পাই, তাকদীরে বিশ্বাসী মুমিনগণ পার্থিব মুসীবতে সবচেয়ে কম অস্থির ও কম হতাশাগ্রস্ত হন। বলা যায়, তাকদীরের প্রতি ঈমান শান্তি ও ইত্বমিনানের প্রতীক । তাকদীরের ওপর বিশ্বাস-ই আল্লাহর কুদরতে মুমিনদের হৃদয়-আত্মাকে নৈরাশ্য ও হতাশা থেকে মুক্ত রাখে । তাকদীরের এ বিশ্বাস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ বন (সা.) ইরশাদ করেন- "জেনে রেখো, সমস্ত কে মানুষ জড়ো হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায়, তারা কোন উপকার করতে পারবে না, তবে ততটুকু ব্যতীত যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন । আবার তারা সকলে মিলে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে ততটুকু ব্যতীত-যা আল্লাহ তোমার কপালে লিখে রেখেছেন ।

কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কিতাব শুকিয়ে গেছে । ” (সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং ২৪৪০)

মুমিনদের বিশ্বাস হলো, মানুষের হায়াত, রিযিক ও ভাগ্য তার মায়ের উদরে থাকাবস্থায়ই নির্দিষ্ট হয়ে যায় । এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুলাহ (সা.) বলেন- “আল্লাহ তা'আলা মায়ের গর্ভাশয়ে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন, পর্যায়ক্রমে সে বলতে থাকে, হে প্রভু! জমাট রক্ত, হে প্রভু! গোশতপিণ্ড। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, ফেরেশতা তখন বলে, হে প্রভু! পুংলিঙ্গ না স্ত্রী লিঙ্গ? নেককার না বদকার? রিযিক কতটুকু? হায়াত কতটুকু? তারপর উত্তর অনুযায়ী পূর্ণ বিবরণ মায়ের পেটেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়। ”

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১০৬/ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৮৫)

ইবনে দাইলামী (রহ.) উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর নিকটে আসেন এবং বলেন, আমার অন্তরে তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে । আমাকে কিছু বর্ণনা করে শোনান । হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইত্বমিনান দান করবেন। তখন উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বললেন, “আল্লাহ তা'আলা সকল আসমানবাসী ও জমিনবাসীদের শাস্তি দিলে, তা জুলুম হিসেবে গণ্য হবে না । আর তিনি তাদের সকলের উপর রহম করলে, তার রহম-ই তাদের আমলের তুলনায় বেশী হবে । তাকদীরের প্রতি ঈমান ব্যতীত উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও কবুল যে হবে না । স্মরণ রাখবেন, যা আপনার হস্তগত হওয়ার, তা কোনভাবেই হস্তচ্যুত হওয়ার সাধ্য রাখে না। এতদভিন্ন অন্য আকীদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নাম অবধারিত ।”

ইবনে দাইলামী (রহ.) বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনিও তদ্রূপ শোনালেন । তারপর হুযাইফাতুল ইয়ামান (রা.)-এর কাছে গেলাম । তিনিও তদ্রুপ বললেন । তারপর যায়েদ বিন ছাবেত (রা.)-এর কাছে গেলাম । তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে শোনালেন । (শরহে নববী, ৮৫৬ পৃষ্ঠা)

বিপদ-মুসীবতের সময় মহান আল্লাহর প্রতি রিজা ও ঈমানের বহিঃপ্রকাশে এ সময় এ দু'আ পড়তে হবে-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

(অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর। আর আমাদের সবাইকে তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।)

এ দু'আ জান-মালের ক্ষয়ক্ষতিতে মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে ব্যক্ত করে। এটা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে। তাই যারা এভাবে মহান আল্লাহর প্রতি রিজা প্রকাশ

করবে, ধৈর্যশীল হিসেবে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশেষ ফজীলত ও নৈকট্য লাভ করবে ।

তিন, অধিকতর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া

অন্যান্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করা এবং অধিকতর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের দিকে নজর দেয়া অর্পিত বিপদে ধৈর্যধারণের জন্য সহায়ক হয় । এতে সান্ত্বনা লাভ হয়, দুঃখ লাঘব হয় এবং মুসীবত সহনীয় হয় । সেই সাথে দূর হয় অস্থিরতা ও নৈরাশ্য। ধৈর্যশীলদের এভাবে ধৈর্যের পথ অবলম্বন করতে হয় । তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করেন এবং এর বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

এ সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-"যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করার চেষ্টায় রত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৫)

বিকলাঙ্গ বা দুরারোগ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি তার চেয়ে কঠিন রোগগ্রস্তকে দেখবে । একজনের বিরহে ব্যথিত ব্যক্তি দুই বা ততোধিক জনের বিরহে ব্যথিত ব্যক্তিকে দেখবে । ২ সন্তানহারা ব্যক্তি অধিক সন্তানহারা ব্যক্তিকে দেখবে । সব সন্তানহারা ব্যক্তি পরিবারহারা ব্যক্তিকে দেখবে । নিরুদ্দেশ সন্তানের শোকে কাতর মা-বাবা ছেলের মৃত্যু শোকে শোকাহত মা-বাবার কথা স্মরণ করবে ।

হযরত ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.) কে হারিয়ে সবর ইখতিয়ার করে বলেন-"উত্তম ধৈর্যই আমার অবলম্বন। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াত : ১৮)

এরপর দ্বিতীয় সন্তান হারিয়েও তিনি অস্থির না হয়ে ধৈর্যধারণ করে বলেন- "সুতরাং উত্তম ধৈর্যই আমার অবলম্বন । আশা করি, আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন । নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াত : ৮৩)

চার, বিপদাক্রান্ত অবস্থায় একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা বর্জন করা

শোকাতুর ব্যক্তির একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা বর্জন করে চলা উচিত । কেননা, দুঃখ-বিষাদ নির্জন ও নিঃসঙ্গ-অবসর ব্যক্তির পিছু নেয় বেশী । এভাবে নিঃসঙ্গদের ওপর শয়তান অধিক কূটকৌশল ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়-যা ধৈর্যের পরিপন্থী।

সুতরাং এমতাবস্থায় সবার সাথে কল্যাণকর ও অর্থবহ কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। অটল থাকতে হবে পূর্বনির্ধারিত স্বীয় সিদ্ধান্তে ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজকর্মে । সেই সাথে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ-দরূদ পাঠ, নামায আদায় ইত্যাদিতে মশগুল থাকতে হবে । আর সময়-সুযোগমত আল্লাহ তা'আলার বেশী বেশী যিকির- আযকারে

মনোনিবেশ করতে হবে । হাদীস শরীফের বর্ণনানুযায়ী, আল্লাহর যিকিরের মাঝে আত্মিক প্রশান্তি রয়েছে । এভাবেই বিপদ-মুসীবতের অবস্থাকে সাফল্যের সাথে উত্তরণ করা সম্ভব ।

পাঁচ, বিপদ-মুসীবতকে পুণ্যবান হওয়ার লক, আলামত ও কল্যাণবাহী মনে করা

মুসীবত পুণ্যবান হওয়ার আলামত এবং তা কল্যাণবাহী এ বিশ্বাস মনে পোষণ করতে হবে । আর এটাই বাস্তবতা । একদা সাহাবী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত কারা হয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন-"মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুসীবতগ্রস্ত হয়েছেন নবীগণ, অতঃপর যারা তাদের সাথে কাজ-কর্ম ও বিশ্বাসে সামঞ্জস্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাদের অনুরূপ নেককারগণ। এভাবে মানুষকে তার দ্বীনদারী অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যদি তার দ্বীনদারী পাকাপোক্ত হয়, তাহলে বালা-মুসীবতের পরীক্ষা কঠিন হয়। আর যদি সে দ্বীনদারীতে দুর্বল হয়, তাহলে সে তার দ্বীনদারীর পরিমাণ অনুযায়ী মুসীবতগ্রস্ত হয়ে পরীক্ষায় পতিত হয়। এভাবে মুসীবত মুমিন বান্দার সাথে লেগেই থাকে যতক্ষণ না তাকে এমন করে দেয় যে, সে পাপমুক্ত হয়ে দুনিয়ায় বিচরণ করতে থাকে।" (জামি– তিরমিজী, হাদীস নং ২৩২২)

এ পর্যায়ে বালা-মুসীবতকে মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের মাধ্যম ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-"আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে বালা- মুসীবতে নিপতিত করেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২১৩/ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৭৮)

মুসীবতের সময় উত্তম প্রতিদানের কথা স্মরণ করা মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে- বিপদের মুহূর্তে তার উত্তম বিনিময় ও প্রতিদানের কথা স্মরণ করা । এতে মুসীবত সহনীয় হয় ধৈর্যধারণ সহজ হয় । আবার বড় মুসীবতে বড় প্রতিদান পাওয়া যায় এবং ছোট মুসীবতে ছোট প্রতিদান লাভ হয়-সে কথাও স্মরণ করবে । অর্থাৎ কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী ছাওয়াব অর্জিত হয় ।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-"নিশ্চয়ই বড় কষ্ট-মুসীবতের সাথে বড় প্রতিদান রয়েছে । (জামি' তিরমিজী, হাদীস নং ২০২০)

একদা হযরত আবু বকর (রা.) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল- কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কীভাবে অন্তরে স্বস্তি আসে : "না তোমাদের আশায় এবং না কিতাবীদের আশায় (কাজ হবে) । যে মন্দকাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে । আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না । (সূরাহ নিসা, আয়াত : ১২৩)

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- হে আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি কি অসুস্থ হও না? তুমি কি বিষণ্ণ হও না ? মুসীবত কি তোমাকে পিষ্ট করে না?" তিনি উত্তর

দিলেন, “হ্যাঁ । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন-“এগুলোই তোমাদের অপরাধের কাফফারা প্রায়শ্চিত্ত।
(মুসনাদ-হাদীসে আবু বকর, হাদীস নং ৬৪)
আল্লাহ তা'আলা বিপদ-মুসীবতে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান রেখেছেন। বালা-মুসীবতগুলো গুনাহের কাফ্ফারা ও উচ্চ মর্যাদা লাভের সোপান হয় । এমনকি জান্নাতের চেয়ে বড় প্রতিদান আর কী হতে পারে, এ জান্নাতেরই ওয়াদা করা হয়েছে ধৈর্যশীলদের জন্য । যেমন, এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে-
মৃগীরোগী মহিলার জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে-ধৈর্যধারণের শর্তে। হযরত আতা বিন আবি রাবাহ (র.) বর্ণনা করেন, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে জান্নাতী মহিলা দেখাবো ? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, এই কালো মহিলাটি জান্নাতী । ঘটনাটি হলো-একবার এই মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মৃগী রোগী । রোগের দরুণ ভূপাতিত হয়ে যাই, বিবস্ত্র হয়ে পড়ি। আমার (রোগ ভাল কে হওয়ার) জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আ বললেন-“যদি ইচ্ছে কর, ধৈর্যধারণ করতে আ পার, বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবে । আর যদি এ চাও, তোমার সুস্থতার জন্য দু'আ করে দিই।মহিলাটি তখন উত্তর দিলেন, “আমি ধৈর্যধারণ করবো । তবে দু'আ করুন, আমি যেন বিবস্ত্র না হই ।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জন্য সেই দু'আ করলেন ।
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২২০/ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৭৩)
অনুরূপ জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির জন্য । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-“(হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তু (দু'চক্ষু)-এর মুসীবত দ্বারা পরীক্ষায় ফেলি, আর সে ধৈর্যধারণ করে, আমি তার এ দু'চোখের বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবো।”
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২২১)
তেমনিভাবে জান্নাতের ওয়াদা করা হত হয়েছে প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর জন্য । এ সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-“(হাদীসে কুদসীতে) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি যখন আমার মুমিন বান্দার অকৃত্রিম ভালোবাসার পাত্রকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিই আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে ছাওয়াবের আশা রাখে, আমার কাছে তার বিনিময় জান্নাত ছাড়া কিছু নয় ।”
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৪৪)
অনুরূপভাবে সন্তানহারা পিতামাতার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । এ সম্পর্কে মাহমুদ বিন লাবিদ (র.) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি-“যে ব্যক্তির তিনজন সন্তান মারা যাবে, আর সে ধৈর্যধারণ করে ছাওয়াবের প্রত্যাশী হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” তিনি বলেন, আমরা

জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যার দু'জন সন্তান মারা যাবে? তিনি বললেন-"দু'জন মারা গেলেও এ ফজীলত পাওয়া যাবে।" মাহমুদ (র.) বলেন : আমি জাবের (রা.)কে বললাম, আমার মনে হয়, আপনারা যদি একজনের কথা বলতেন, তাহলে তিনি একজনের ব্যাপারেও এ সুসংবাদ পেশ করতেন। তিনি সায় দিয়ে বলেন : আমিও তা-ই মনে করি ।"

জাবের ইবনে (মুসনাদ-হাদীসে আবদুল্লাহ, হাদীস নং ১৪২৮৫)

এমনকি ওই অসম্পূর্ণ বাচ্চা, যা সৃষ্টির পূর্ণতা পাওয়ার আগেই মায়ের পেট থেকে ঝরে যায়, সেও তার মায়ের জান্নাতে যাওয়ার উসীলা হবে-যদি তার মা এ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করে ফজীলতের প্রত্যাশা করেন।

সবরের পুরস্কার

শত কষ্টের মাঝেও যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, হোক সেটা আল্লাহর আনুগত্যের
ক্ষেত্রে, অথবা সেটা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচার জন্য কিংবা বিপদাপদ অবস্থায়। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

জান্নাতে প্রবেশ ও রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ

মুমিন ব্যক্তিদের পার্থিব জীবন হচ্ছে ধৈর্য বা সবরের জীবন । কারণ ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা চলার পথে নিজের অবৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা,
আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সময়, অর্থ-সম্পদ, শ্রম, শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ-লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে তা সহ্য করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি মর্মবেদনা ও দুঃখ-কষ্ট এসে আঁকড়ে ধরে তা বরদাশত করা এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে। সে সকল মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত ও জান্নাতি রেশমী কাপড় পরিধানের সুসংবাদ । যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে-

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً .

অর্থাৎ, আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। (সূরা দাহর : ১২)

অন্য আয়াতে তাদের জন্য রোদ্রের উত্তাপ ও তীব্র ঠাণ্ডা বিহীন উঁচু আসনে বসার সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলছেন-

. منكبين فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

অর্থাৎ, তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যধিক শীত। (সূরা দাহর : ১৩)

জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাদের শান্তি বর্ষণ

এ সকল মুমিন বান্দাদেরকে জান্নাতের সম্মানিত ফেরেশতাগন সালাম দেবে এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সুখবর দিবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

. سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

অর্থাৎ, (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের ওপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম'। (সূরা রাদ : ২৪)

ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদান

সবরকারী ব্যক্তি তো সেই যে কালের পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজের মানসিক ভারসাম্য অটুট রাখে । সময়ের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে সে নিজের রং বদলাতে থাকে না । বরং সব অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলে । যদি কখনো অবস্থা অনুকূল এসে যায় এবং সে ধনাঢ্যতা, কর্তৃত্ব ও খ্যাতির উচ্চাসনে চড়তে থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকারের নেশায় মত্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয় না । আর যদি কখনো বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটে করাল আঘাত ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে, তাহলে এহেন অবস্থায়ও সে নিজের মানবিক চরিত্র বিনষ্ট করে না । আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখৈশ্বর্য বা বিপদ-মুসীবত যে কোনো আকারেই তাকে পরীক্ষায় ফেলা হোক না কেন উভয় অবস্থায় তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিবর্তিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে । তার হৃদয়পাত্র কখনো কোনো ছোট বা বড় জিনিসের আধিক্যে উপচে পড়ে না । আল্লাহ তায়ালা এমন ধরনের লোকদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের সৎকাজের পুরস্কার প্রদান করেন । যেমনিভাবে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولِيك لَهُم مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبيرٌ

অর্থাৎ, তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। (সূরা হুদ: ১১)

অগণিত পুরস্কার

যারা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার অবলম্বন করেছে । দুনিয়ায় আগত বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ করেছে ও তাকদীরের ভাল- মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে সকল বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত পুরষ্কারের কথা বলা হয়েছে ।যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا الْقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي ظَلِيم الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وأَرْض الله وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ .

অর্থাৎ, বল, 'হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ । আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসেব ছাড়াই।' (সূরা যুমার: ১০)

ঈসা (আ.) এর অনুসারী যারা জাতীয়, বংশীয়, দলীয় ও স্বদেশের স্বার্থপ্রীতি থেকে মুক্ত ছিল এবং দ্বীনের ওপর অবিচল ছিল এবং নতুন নবীর আগমনে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাতে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে আসলে তারা ঈসা পূজারী নয় বরং তারা আল্লাহর পূজারী ছিল। তাদের এ কঠিন পরিস্থিতিতে তারা ধৈর্যধারণ করেছিল । আর আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ধৈর্যের পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যেমন কুরআনে এসেছে-

أُولَئِكَ يُؤتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

অর্থাৎ, তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা কাসাস: ৫৪)

নেতৃত্ব প্রদান

ধৈর্য ও অবিচলতার মাধ্যমে যে নেতৃত্বের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়, তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে বনী ইসরাঈল । আল্লাহর আয়াতের প্রতি তাদের যে দৃঢ়প্রত্যয় স্থাপন এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে যে সবর ও অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন তার ফলশ্রুতিতে তারা শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছিল এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল । বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে তারাই নেতৃত্ব লাভ করে যারা আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ত ছিল এবং যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধার ও স্বাদ আস্বাদনের সীমা ছাড়িয়ে যেত না । তাদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হচ্ছে-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

অর্থাৎ, আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।
(সূরা আস্সাজদাহ : ২৪)

বিপদাপদে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান

যে সকল ঈমানদার ব্যক্তিগণ কঠিন বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে এবং নামাজ ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে । আল্লাহ তায়ালা সে সকল মুমিন ব্যক্তিদেরকে বিপদ-মুসীবত সর্বাবস্থায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন -

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصبر وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাক্কারা : ১৫৩)

শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ

কঠিন বিপদের মুহূর্তে ও শত্রুর হাজার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও কেউ যদি দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিদান করেন এবং বিজয়ের পথ সুগম করে দেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

অর্থাৎ, যদি তোমাদেরকে কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী। (সূরা আলে ইমরান: ১২০)

আল্লাহর রহমত ও হিদায়ত প্রদান

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জীবনে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় যেমন- ভীতি, ক্ষুধা, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি, উপার্জন ও আমদানি হ্রাস ইত্যাদি পরীক্ষার সময় যে ব্যক্তি ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে । সে সকল ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও হিদায়াত দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে । যেমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে-

وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ *الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

অর্থাৎ, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাক্বারা ১৫৫-১৫৭)

আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রশংসা জ্ঞাপন

وكاين مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)

আল্লাহর নেক বান্দারা যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাদের রবের কাছে অভিযোগ করে না বরং ধৈর্যসহকারে তার চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেয় এবং তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চায় । এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা ও তাদের প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয় । যা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আমরা হযরত আইয়ুব (আ.) এর জীবনে দেখতে পাই । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ

অর্থাৎ, আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণলতা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর। আর কসম ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী। (সূরা সোয়াদ ৪৪)

শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন অবস্থায় লড়াই করে। সকল প্রকার ত্যাগ-কুরবানি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে। সে সকল ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন। যেমনিভাবে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে-

بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بخمسة آلاف مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

.

অর্থাৎ, হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান : ১২৫)

আর যে জাতিকে দুর্বল মনে করা হতো আমি তাদেরকে যমীনের পূর্ব ও তার পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যেখানে আমি বরকত দিয়েছি এবং বনী ইসরাঈলের ওপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হলো। কারণ তারা ধৈর্যধারণ করেছে। আর ধ্বংস করে দিলাম, যা কিছু তৈরি করেছিল ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং তারা যা নির্মাণ করেছিল। (সূরা আরাফঃ ১৩৭)

জান্নাতে বাইতুল হামদ নামক গৃহ নির্মাণ

প্রিয়জন বিয়োগে যারা ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার প্রশংসা করে। সে সকল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে বাইতুল হামদ বা প্রশংসার গৃহ নির্মাণ করবেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন-

"হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির বাচ্চা মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা আমার বান্দার ছেলের রূহ কবয করেছো ? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ । আল্লাহ বলেন-তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে ছিনিয়ে নিয়েছ ? তারা জবাব দেয় জ্বি হ্যাঁ । আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তো আমার বান্দাহ কি বলছে ? তারা জবাব দেয় সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং পড়েছে । এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করেন, তোমরা আমার বান্দাদের জন্য জান্নাতে ঘর বানাও এবং তার নাম বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর) রাখো ।

(রিয়াদুস সালেহীন : ১৩৯৫)

পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই সকল ধৈর্যশীলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর, যারা বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্টে সবর করে। যারা সুখের সময় ও সুস্থতায় সবর করে। হে আল্লাহ আমাদের তাদের মতো করে দাও, যারা একমাত্র তোমার সান্নিধ্য পেয়েছে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী। আমীন ।

রাসুল (সাঃ) ও তার পুর্ববর্তী নবী-রাসুলগনের সবর

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ধৈর্য্য

দুনিয়ার জীবনের বিপদাপদ, রোগশোক, দুঃখ-দুর্দশা মোটেই নিরর্থক নয় । আল্লাহ চান, দুনিয়ার এ অল্প কয়েকদিনের কষ্টের বিনিময়ে বান্দা লাভ করুক আখেরাতের অফুরন্ত শান্তি । কুরআন বারবার এদিকেই মুমিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । যখনই কোনো বিপদ আসে, কুরআন মুমিনকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভবিষ্যতের পরিবর্তে আখেরাতের চিরস্থায়ী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে বলে । রাসূল (সা.) হচ্ছেন আল্লাহভীরু মুসলিম জাতির জন্য আদর্শ। বস্তুত রাসূল (সা.) কে উত্তম আদর্শ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে তিনি যেন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করাতে পারেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ । যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে । (সূরা আহযাব : ২১)

রাসূল (সা.)-এর সীরাত চিন্তাশীল, গবেষকদের উপজীব্য ও সান্ত্বনার বস্তু । তার পূর্ণ জীবনটাই ধৈর্য ও ত্যাগের দীপ্ত উপমা । লক্ষ্য করুন, স্বল্প সময়ের মধ্যে চাচা আবু তালিব, রাসূল (সা.) থেকে কাফিরদের অত্যাচার প্রতিহত করতেন; একমাত্র বিশ্বস্ত সহধর্মিণী খাদিজা; কয়েকজন ঔরসজাত মেয়ে এবং ছেলে ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেন। চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ভারাক্রান্ত, স্নায়ুতন্ত্র ও অস্থিমজ্জা নিশ্চল নির্বাক। এরপরও প্রভুর ভক্তিমাখা উক্তি:

"চোখ অশ্রুসিক্ত, অন্তর ব্যথিত, তবুও তা-ই মুখে উচ্চারণ করব, যাতে প্রভু সন্তুষ্ট, হে ইব্রাহিম! তোমার বিরহে আমরা গভীর মর্মাহত।" (সহীহ বুখারী : ১৩০৩)

আরো অনেক আত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম মারা যান, যাদের তিনি ভালোবাসতেন, যারা তার জন্য উৎসর্গ ছিলেন। এত সব দুঃখ-বেদনা তার শক্তিতে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ধৈর্য-অভিপ্রায়গুলো ম্লান করতে পারেনি। তদ্রূপ যে আদর্শবান পূর্বসূরীগণের জীবনচরিত পর্যালোচনা করবে, তাদের কর্মকুশলতায়

অবগাহন করবে, সে সহসাই অবলোকন করবে, তারা বিবিধ কল্যাণ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী একমাত্র ধৈর্যের সিঁড়ি বেয়েই হয়েছেন । আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত। (সূরা মুমতাহিনা : ৬)

হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ধৈর্য্য

বহু বছর আগে হারিয়েছেন নিজের প্রিয়তম পুত্র ইউসুফ (আঃ) কে । তার বিয়োগ ব্যথায় এবং তাকে পাওয়ার আশায় জীবন কেটে গেল । বৃদ্ধকালে যখন হজরত ইউসুফ (আঃ) পাওয়ার আশায় আবার বুক বাধলেন তখন ইউসুফ (আঃ) এর অপর ভাইকেও হারালেন । বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, নতুন করে সন্তান হারানোর ঘটনা যেন ইউসুফ আ.-কে হারানোর বেদনা পুনরায় জাগিয়ে দিল । এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি হাল ছাড়লেন না । আল্লাহ্ রহমতের প্রতি অবিচল আস্থা-বিশ্বাস নিয়ে তিনি বললেন-

قَالَ إِنَّمَا اشْكُوا بَين وَ حُزنَ إِلَى اللهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، يُبَنِى اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَلَا تَايْسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ.

আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) আল্লাহ্র কাছে করছি। আর আল্লাহ সম্পর্কে

আমি যতটা জানি, তোমরা ততটা জান না। ওহে আমার পুত্রগণ, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান চালাও । তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। জেনে রেখ, আল্লাহ্র রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের। [সূরা ইউসুফ (১২): ৮৬-৮৭]

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ধৈর্য্য

ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত নবী ইউসুফ (আঃ) এর জীবন । শৈশবে ভাইদের হিংসার শিকার ও হওয়া, যৌবনের মহা পরীক্ষা, কারাগারের বন্ধীদশা । নবী ইউসুফ (আঃ) চরিত্র রক্ষার্থে বালাখানা ছেড়ে কারাবাস আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন-

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ

সে (ইউসুফ) বলল, ‘হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহবান করছে তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব’ । [সুরা ইউসুফঃ৩৩]

আল্লাহ ইউসুফ (আঃ) কে সবরের প্রতিদান স্বরূপ মিশরের রাজত্ব দান করলেন ।

ধৈর্যের পাহাড় হযরত ইব্রাহীম (আ.)

ধৈর্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হযরত ইব্রাহীম আ. এর জীবন । তাঁর মুশরিক- পিতা কর্তৃক প্রাননাশের হুমকি, নমরূদ কর্তৃক আগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া, স্ত্রী-পুত্রকে সে নির্জন

জনমানবহীন মরুভূমিতে নির্বাসন দেয়া, এর পর পুত্র ইসমাইলকে কুরবানীর পরীক্ষা হিমালয়ের মতো অটল ধৈর্যশীল ইব্রাহীম জীবনের সব পরীক্ষায় বিজয়ী হলেন ।
ইব্রাহীম আঃ (আ.) এর পুত্র ইসমাঈল আ. পিতার মত অসীম ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা যখন তাকে বলল, আল্লাহর কথা তিনি যে উত্তর দিলেন আল্লাহ তা কুরআনে উল্লেখ করেছেন –

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعۡیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیۡۤ اَرٰی فِی الۡمَنَامِ اَنِّیۡۤ اَذۡبَحُکَ فَانۡظُرۡ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ مِنَ الصّٰبِرِیۡنَ

অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, ‘হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত’ ; সে বলল, ‘হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন’ । [সুরা আস-সফফাতঃ ১০২]
এছাড়া নূহ আ: ৯৫০ বছর তার কওমকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন যা আমরা কুরআগে থেকে জেনেছি । এছাড়া আইয়ূব আঃ এর ধৈর্যের কথা জেনেছি সারা শরীরে যন্ত্রণাদায়ক রোগের কারণে শরীরে বাসা বেঁধেছিল পোকা মাকড়। ধৈর্য্যধারণ করে তিনি আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হয়েছিলেন এছাড়াও সকল নবী- রাসলের জীবনৈ কম (বশিবিপদ মুসীবতের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা আমরা কুরআন -হাদীস অধ্যায়ন করে জেনেছি জানতে পারি। মুসীবত দৃশ্যত অসহ্য ও কষ্টদায়ক হলে ও তা পশ্চাতে কল্যাণ বয়ে আনে। সুত অতএব বান্দার কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ সুপ্রশস্ত দয়া ও রহমতে -র কথা স্মরণ করে বিপদ আপদে ধৈর্য্যধারণ করা। সেই সাথে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করা।

হজঃ সবরের পাঠশালা

হজ্বের অনেক বড় শিক্ষা হলো সবরের শিক্ষা । হজ্বে খুব বেশি প্রয়োজন হয় সবরের। যেহেতু হজ্বের সফর দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং হজ্বের সফরে এমন অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যা অমত্মরে ক্রোধের জন্ম দেয় তাই সবরের প্রয়োজন হয়। সবরের মাধ্যমে এসব পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। উপরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ১. কোনো অশ্লীল কথা ও কাজে লিপ্ত হবে না। ২. কোনো গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হবে না। ৩. কারো সাথে কোনো ঝগড়া-বিবাদ করবে না। তিন ক্ষেত্রেই প্রচুর সবরের প্রয়োজন। আলিমগণ সবরের যে মৌলিক তিনটি ক্ষেত্র নির্দেশ করেছেন এর একটি হচ্ছে- গুনাহ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা । এই সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সবরের অনেক বড় প্রকার। সুতরাং অশ্লীল কথা, কাজ ও পাপাচার থেকে বেঁচে

থাকার জন্য সবর ও সংযমের খুব প্রয়োজন। মনে করেন, মাহে রমযানে একমাস যে সংযমের অনুশীলন হয়েছে হজ্বের সফরে আমার-আপনার ব্যবহারিক পরীক্ষা হয়ে যাবে। হজ্ব-ওমরার সফরে বিশেষভাবে পরীক্ষা হয় পর্দার ও দৃষ্টির । এ দুই ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকা উচিত। তৃতীয় বিষয় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়া ।

ঝগড়া ইসলামের দৃষ্টিতে বড় নিন্দনীয়। কোনো ভদ্র মানুষ কখনো ঝগড়া করতে পারে না। আর এটা সব সময়ের বিধান। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন : 'যে মিথ্যা ত্যাগ করে, যা বাতিল ও ত্যাগ করারই বিষয় তার জন্য জান্নাতের প্রামেন্তে ঘর নির্মাণ করা হয় । আর যে ন্যায়ের উপর থেকেও ঝগড়া "ত্যাগ করে তার জন্যে জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘর নির্মাণ করা হয় । আর যে তার আখলাক চরিত্রকে সুন্দর করে জান্নাতের উঁচু স্থানে তার জন্যে ঘর নির্মাণ করা হয়।' (জামে তিরমিযি : ১৯৯৩) ।

যে সকল ক্ষেত্রে সবর করা যাবে না

ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন-

১. ওয়াজিব বিধানের উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব, আর ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণ হয় এমন কাজের উপর ধৈর্যধারণ করা হারাম।

২. হারাম থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব, আর হারামের উপর ধৈর্যধারণ হারাম ।

৩. মুস্তাহাবের উপর ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব, আর মুস্তাহাব ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। এমনিভাবে মাকরুহ থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব।

৪. মাকরুহের উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ।

৫. মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ।

ওয়াজিব কাজ ও গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে আপতিত কোনো মুসিবতের উপর অধৈর্য ও বিরক্তি প্রকাশ না করাও ওয়াজিব।

ওয়াজিব ধৈর্যের উদাহরণ ফজরের সালাতে যেতে যে কষ্ট হয়ে থাকে, তার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব ।

যিনা থেকে নিজেকে বিরত ও সংযত রাখাও ওয়াজিব। কোনো মুসিবতে পতিত হলে চিৎকার-চেঁচামেচি কামড়া-কামড়ি ইত্যাদি না করাও ওয়াজিব ।

মুস্তাহাব ধৈর্যের উদাহরণ

রাতের সালাত আদায় করতে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে পানি পান করা হলে মাকরুহ। সুতরাং দাঁড়িয়ে পানি পান না করে বসে পান করার ক্ষেত্রে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাতে ধৈর্যধারণ করাও মুস্তাহাব।

মাকরুহ ধৈর্যের উদাহরণ

মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। আর মাকরুহ কাজ থেকে বিরত না থেকে সেগুলোকে অনবরত করে যাওয়াও মাকরুহ।

হারাম ধৈর্যের উদাহরণ

কারো স্ত্রী খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে আর স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বাঁধা দিতে সক্ষম, তখন তাকে বাঁধা প্রদান না করে ধৈর্যধারণ করা হলো হারাম।

মুবাহ ধৈর্যের উদাহরণ

মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ । শরীয়তের হুকুম হিসাবে সবর কয়েক প্রকার । অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কতক সবর ফরজ, কতক মাকরূহ আবার কতক সবর হারাম । শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ে সব করা ফরজ। যেই সকল বিষয় শরীয়তে মাকরূহ সেই সকল বিষয়ে সবর করা নফল। অনুরূপভাবে যেই সকল পীড়ণ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেই সকল বিষয়ে সবর করা হারাম। যেমন কেউ অন্যায়ভাবে কারো হাত কেটে ফেললো, আর সে তার কোন প্রতিবাদ না করে নীরবে সবর করল কিংবা কাহরো বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলো আর এই ব্যক্তি তাতে কোন বাধা না দিয়ে নীরবে সবর করল। বলাবাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে যেই পীড়ন ।

বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার

বড় কিছু অর্জন করতে গেলে বড় কিছু বিসর্জন দিতে হয়। বড় কোনো পুরস্কার পেতে গেলে বড় ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। জান্নাতের মহা পুরস্কার লাভ করতে গেলে দুনিয়াতে বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাই বহু ঈমানদারের জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ লেগে থাকে।

এর কারণ ব্যাখ্যা করে রাসুল (সা.) বলেন, 'মুমিনের জন্য দুনিয়া কারাগারসদৃশ ও কাফিরের জন্য জান্নাতসদৃশ।' (মুসলিম, হাদিস : ২৯৫৬)

বিভিন্নমুখী বিপদাপদ মোকাবেলা করতে করতে দুনিয়ায় দুঃখজর্জরিত মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার আর কোনো গুনাহ থাকবে না। রাসুল (সা.) বলেন, 'মুমিন নর-নারীর নিজ জীবন, সন্তান ও সম্পদে

সর্বদা বালা-মুসিবত লেগেই থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে তার কোনো গুনাহ থাকবে না।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৯)

পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকদের সাময়িক অবকাশ দেওয়া হয়। দুনিয়ায় পাপী, অবিশ্বাসী ও খারাপ মানুষের জয়জয়কার দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'বরং আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা নেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন বিভ্রান্ত অবস্থায়।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫)

নিয়ামতের পরীক্ষায় বে-সবর না হওয়া

প্রীতিকর অবস্থাও পরীক্ষার বিষয় । আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এবিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

و تبلوكم بالشر و الخير فتنة

আর আমি মন্দ ও ভালো দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করি। [সূরা আম্বিয়া : ৩৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রাহ. বলেন, অর্থাৎ তোমরা যেসব বিষয় পছন্দ কর - যেমন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি- সুস্থতা, ধন-ঐশ্বর্য ইত্যাদি এবং যা কিছু অপছন্দ কর- যেমন দুঃখ-কষ্ট, অভাব- অনটন, রোগ-শোক ইত্যাদি সবই পরীক্ষা। উদ্দেশ্য- যাচাই করা যে, তোমরা পছন্দ ও কাক্সিক্ষত বিষয়ের শোকর কর কি না এবং অপছন্দ ও অনাকাক্সিক্ষত অবস্থায় সবর কর কি না।

-তাফসীরে তবারী ১৪/৪৪০

ইবনে কাসীর রাহ বলেন, অর্থাৎ আমি কখনো তোমাদের উপর বিপদ-আপদ নাযিল করি এবং কখনো নিআমতরাজি দান করি । উদ্দেশ্য হল পরীক্ষা করা যে, নিআমত পেয়ে কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, আর কে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে । এবং দুঃখ-কষ্টে কে সবর করে, আর কে নিরাশ হয়ে যায় ।

তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৩৪২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَ بَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَتِ وَ السَّيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

তাদের মধ্যে কতক ছিল সৎকর্মশীল এবং কতক অন্য রকম। আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা সঠিক পথের দিকে ফিরে আসে ।

[সূরা আরাফ ৭: ১৬৮]

কারো জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে ঘেরা, কেউবা দুঃখ-দুর্দশায় ন্যুব্জ; কিন্তু পরীক্ষার ভেতর আছে সকলেই এবং সব অবস্থা-ই পরীক্ষার অবস্থা । রোগ- শোক, দৈন্য-দুর্দশা যে পরীক্ষা, মানুষ সাধারণত তা বোঝে । তাই এসব হালতে মানুষ সবর করার চেষ্টা করে। একে- অপরকে সবরের নসীহত করে । মানুষের দিল-মন তখন কিছুটা হলেও আল্লাহর দিকে রুজু

হয় । এমনকি কাফের- মুশরিকরাও বড় বড় মসিবতের সময় আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে ।

মৃতব্যাক্তির জন্য ক্রন্দনে বে সবর সম্পর্কিত হাদিস

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করে কাঁদলেন এবং তাঁর পাশে যারা ছিল তাদেরকেও কাঁদালেন । এরপর বললেন: আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছি মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার; কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি । তখন আমি তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি । তিনি আমাকে সে অনুমতি দিয়েছেন।"

[সহিহ মুসলিম (৯৭৬)]

যদি কান্নার সাথে গালে চপেটাঘাত করা, জামাকাপড় ছেড়া ও আল্লাহ্ তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি যুক্ত হয়; তাহলে সেটি নাজায়েয । যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি গালে চপেটাঘাত করে, জামাকাপড় ছিড়ে এবং জাহেলী যামানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয় ।" [সহিহ বুখারী (১২৯৪)]

নববী (রহঃ) বলেন:"মর্সিয়া-ক্রন্দন, বিলাপ করা, গালে চড় মারা, জামাকাপড় ছিড়ে ফেলা, চেহারাতে খামচি মারা, চুল ছেড়া ও হায়হুতাশ করে আর্তনাদ করা; এই সবকিছু মাযহাবের আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম । জমহুর আলেম স্পষ্টভাবে হারাম বলেছেন । একদল আলেম হারাম হওয়ার মর্মে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন ।" [শারহুল মুহায্যাব (৫/২৮১) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বার্র্ বলেন :

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ।১৮ (যদি অবধারিত হয়ে যায়; তাহলে ক্রন্দনকারিনী হবে না)। এখানে অবধারিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু । অর্থ হচ্ছে: (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ) মৃত্যুর পর চিৎকার ও বিলাপের কোন কিছু জায়েয নয় । তবে অশ্রু-বিজর্সন ও অন্তর ভারাক্রান্ত হওয়া বৈধ হওয়ার পক্ষে সাব্যস্ত হাদিস রয়েছে এবং একদল আলেম এর পক্ষে রয়েছেন ।"[আল- ইসতিযকার (৩/৬৭) থেকে সমাপ্ত]

অসুস্থতায় বে-সবর না হওয়া সম্পর্কীত হাদীস

জেনে রেখো, কোনো বান্দা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করা ব্যতীত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না । এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি -কে সবরের আদেশ করে বলেন :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

‘সবর করুন, যেমন সবর করেছেন দৃঢ়প্রত্যয়ী রাসুলগণ।' মুয়াত্তা মালিকে আতা বিন ইয়াসার -এর সূত্রে বর্ণিত, নবিজি বলেন :

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ، فَيَقُولُونَ :انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ؟ فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ اللَّهَ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ :لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحَمًا
.خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَما خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

'যখন কোনো বান্দা রোগাক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং বলেন, “রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে আসা লোকদের কী বলে দেখে আসো।” যদি সে আগন্তুকদের কাছে আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন ফেরেশতাদ্বয় সেই প্রশংসা নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হন। (অতঃপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করেন, “সে কি বলেছে?”) অথচ তিনি সে ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। অতঃপর (যখন ফেরেশতাদ্বয় সেই প্রশংসার কথা বলেন, তখন) আল্লাহ বলেন, “যদি আমি আমার এই রোগাক্রান্ত বান্দাকে (এই রোগের মাধ্যমে) মৃত্যু দান করি, তবে আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাব। আর যদি সুস্থ করে দিই, তবে আগের চেয়ে উত্তম গোশত ও রক্ত দান করব (অর্থাৎ ভালো স্বাস্থ্য দান করব) এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবো।” [মুয়াত্তা মালিক : ১৯৭৬]

বে-সবর কবিরা গুনাহ

কারোর উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে তাতে অধৈর্য হয়ে বিলাপ করা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামা কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুন্ডন করা বা নিজের সমূহ ধ্বংস কিংবা যে কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

“মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের । তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা । ”। (মুসলিম ৬৭)

আবূ মালিক আশ্‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

“বিলাপকারিণী মহিলা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে জ্বালানি তেল বা আলকাতরার পোশাক পরিয়ে এবং চর্ম রোগ বা খোস- পাঁচড়ার জামা গায়ে জড়িয়ে”। (মুসলিম ৯৩৪)

উপসংহার

বস্তুত মানুষের মধ্যে দুটি সহজাত শক্তি রয়েছে ১ সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তি, ২ নিজেকে বিরত রাখার শক্তি । আর সবর করার অর্থ হল, উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার শক্তিকে নিজের জন্য উপকারী বিষয়ে ব্যয় করা, আর বিরত রাখার ক্ষমতা দিয়ে বান্দা নিজেকে তার জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি হতে সংযত রাখা, নিজেকে বে-সবর বান্দা সাব্যস্ত না করে সবরকারী বান্দা হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করার জন্য আমাদেরকে অন্তত দুটি গুণে নিজেদের অভ্যস্ত করতে হবে । এই বিষয়ে আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন-

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون

অনুবাদঃসুতরাং (হে রাসূল) আপনি সবর অবলম্বন করুন নিশ্চই আল্লাহর ওয়াদা সত্য, অতএব অবিশ্বাসীরা যেন আপনাকে কে শিথিলতা প্রদর্শন করাতে না পারে "
[সুরা রূমঃ৬০]
অর্থ্যাৎ উক্ত আয়াতে রাসূলকে আল্লাহ উপদেশ দিচ্ছেন, যে আল্লাহর রাস্তা আপনি চলতে হলে পথে হাজারো কাঁটা থাকবে যার কদরুন আপনি কষ্টের সম্মুখিন হবেন । তবে সে কষ্টের উপর আপনাকে সবর করে আল্লাহর রাস্তায় অবিচল থাকতে হবে, যা সত্যিকার অর্থে মুমিনের পরিচয়" তাওযীহুল কুরআন
আর উপরোক্ত উপদেশ সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই বিবেচ্য ।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে। ” [সূরা ইনশিরাহ : ৫-৬]
সময় থেকে এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই, যখন আমি সেই প্রাণসমূহ সৃষ্টিও করিনি নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ । তা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তার জন্য যাতে দুঃখিত না হও এবং যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে দর্প দেখায় ও বড়ত্ব প্রকাশ করে ।
[সূরা হাদীদ (৫৭): ২২-২৩]
কুরআনে আরো আছে-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
আয়াতগুলোর সারমর্ম এমনই-

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَاقِ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا في كتب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا الكُمْ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُودِ

পৃথিবীতে অথবা তোমাদের প্রাণের ওপর যে মুসিবত দেখা দেয় তার মধ্যে এমন কোনোটিই নেই, যা সেই

সময় থেকে এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই, যখন আমি সেই প্রাণসমূহ সৃষ্টিও করিনি নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর

পক্ষে অতি সহজ । তা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তার জন্য যাতে দুঃখিত না হও এবং যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে দর্প দেখায় ও বড়ত্ব প্রকাশ করে।

[সূরা হাদীদ (৫৭): ২২-২৩]

কুরআনে আরো আছে-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

কোনো মুসিবতই আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া আসে না। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত ।

[সূরা তাগাবুন (৬৪): ১১]

যদি দুনিয়া তার তিরগুলো নিক্ষেপ করে এবং তরবারিগুলো শাণিত করে, তবুও আমরা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকব এবং তার ফয়সালায় শোকর করব এবং আনুগত্যে সবর করব। আর তিনি হলেন, অনুগ্রহকারী এবং পর্যাপ্ত দানকারী ।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত ।

[সুরা জুমারঃ ১০]

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে শোকরকারী, সন্তুষ্ট, সবরকারী এবং প্রতিদান প্রত্যাশীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে ও আপনাকে সেই জান্নাতে একত্র করুন, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। যাতে রয়েছে সফলতা। যেখানে নেই ব্যর্থতা । যাতে রয়েছে অমর জীবন ও চিরস্থায়ী বিলাসিতা ।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে সবরকারী হিসেবে কবুল করুন,

যাদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে :

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *أُولَيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ

অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত ।

[সুরা আল-বাকারা : ১৫৫-১৫৭]

اللهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন। এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দান করুন।

(সুনান ইবন মাজা, হাদীস নং- ৩৮৪৮, বুখারী হাঃ ৬৩৮৯, মুসলিম হাঃ ২৬৮৮)

তথ্য সূত্র

গ্রন্থ--

১ । সবর মুমিনের সাফল্যের সোপানঃ শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

২ । সবরের পুরস্কার : মাসরূর মাহমুদ

৩ । ধৈর্য হারাবেন না: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

পত্রিকা—

৪ । মাসিক আদর্শ নারী পত্রিকা

৫ । মাসিক আল কাউসার

৬ । দৈনিক ইনকিলাব